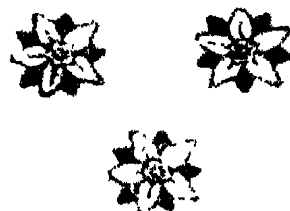
কাব্য — সুধা

১৫৫৮

কাব্য-সুধা



শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

Approved by the D. P. I., Bengal.

Intended for Fourth and Third Classes (Classes VII & VIII) of H. E. Schools.

কাব্য-সুধা

ব্যাকরণ-সুধা, সাহিত্য-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা,

'সরলা' উপন্যাস-লেখক ও "বিকাশ"-সম্পাদক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী

পাব্লিশিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড

(ইউ, এন, দাস এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী)

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

[illegible]নং [illegible]জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য [illegible] মাত্র।

নিবেদন

নানা কবি নানা উপচারে বঙ্গবাণীর পূজা করিয়াছেন। আমিও বঙ্গীয় কবিকুল-বিরচিত ভাব-সমুদ্র মথিত করিয়া এই "কাব্য-সুধা" বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদন করিতেছি। এ বিষয়ে আমার ধৃষ্টতা হইলে সহৃদয় সুধিগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বিভিন্নমুখী প্রতিভাশালী কবি সকল দেশে সকল সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। অধিকন্তু, কবি বিশেষের একই ভাব ওতঃপ্রোতভাবে তদ্রচিত বিভিন্ন কবিতার মধ্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। এইজন্যই বিভিন্নযুগের বিভিন্ন কবির হৃদয়-নিহিত বিভিন্ন ভাবনিচয় আহরণ করিয়া একত্র গ্রথিত করিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহা সুধিগণের বিচারসাপেক্ষ।

অনেক সংগ্রহ-কর্ত্তা কবির ব্যবহৃত ভাষার উপর যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ফলে অনেক কবিতার ছন্দঃপতন ও ভাববিকৃতি হইয়াছে। আবার অনেক সংগ্রহ-কর্ত্তা কবিতা সংক্ষেপ করিলেও মূলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমি এ সব বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া "কাব্য-সুধা" সম্পাদন করিয়াছি। এই জাতীয় অন্যান্য ২।১ খানি সংগ্রহ-পুস্তকের সঙ্গে এই "কাব্য-সুধা"খানি মিলাইয়া দেখিলেই আমার কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।

প্রাচীন ও আধুনিক খ্যাতনামা কবিগণের কাব্যগ্রন্থ হইতে স্কুল-পাঠ্যোপযোগী উৎকৃষ্ট কবিতাবলী চয়ন করিবার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। গ্রন্থের ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য পাঠক-সমাজের নিকট সতত ক্ষমাপ্রার্থী।

সংগৃহীত কবিতাসমূহের জন্য সহৃদয় কবিবৃন্দ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর নিকট আমি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"বিকাশ" কার্য্যালয়
কলিকাতা
১২ই আষাঢ়, ১৩৩২ সাল।

বিনীত
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সূচী

পূর্ব্বাংশ

উত্তরাংশ

কাব্য-সুধা

পূর্ব্বাংশ

প্রার্থনা

জীবন আমার কর, আলোকের মত
সুন্দর নির্ম্মল ;
যেথায় যখন রব, সে স্থান নিয়ত
করিব উজ্জ্বল ;
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে
আলো করি আমার জীবন ;
সুদিনে দুর্দ্দিনে কিবা অন্ধকার রাতে,
চিরজ্যোতিঃ; থাক অনুক্ষণ। (১)
জীবন আমার কর, ফুলের মতন
শোভার আধার ;
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন
তুষি অনিবার।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে,
শোভা করি আমার জীবন :

শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে,
হে সুন্দর, থাক অনুক্ষণ। (২)
অন্ধের যষ্টির মত করগো আমারে,
দুঃখীর নির্ভর ;
প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী অনাথারে,
সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাক সাথে সাথে,
প্রাণে বল করহ বিধান ;
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে,
কাছে থাক সর্ব্বশক্তিমান্। (৩)

জন্মভূমি

জননি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।
ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে। ১।
তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি' দান
শৈশবের দেহ মোর করেছে বর্দ্ধিত।

তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ,
দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত ।
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ,
শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়া'তে চরণ । ২ ।
তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা ।
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি' কোলাহল,
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা ।
তোমারি মাটীতে, ধরি' জনকের কর,
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর । ৩ ।
ত্যজিয়া তোমার কোল, যৌবনে এখন
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধ-মালা,
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ অন্ধ নয়ন !
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা ।
তোমার প্রান্তর, নদী-পথ, সরোবর,
অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর । ৪ ।
তোমাতে আমার পূর্ব্ব পিতা পিতামহ,
জন্মেছিলা একদিন আমারি মতন ।
তোমারি এ বায়ু-তাপে, তাঁহাদের দেহ
পুষেছিলা, পুষিতেছ আমার যেমন ।
জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি,
তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃ-ভূমি । ৫ ।

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে, জীবলীলাশেষে।
তাঁদের শোণিত অস্থি, সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে গো মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার,
তোমারি ধূলিতে কালে মিলাবে আবার। ৬।

মাতৃদেবী

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি,
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার ?
স্নেহের মূরতিরূপে আছ গো জননি,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার। ১।
"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী !
রোগশয্যা 'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে "মা" ব'লে আমি ডাকিগো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে। ২।
হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায়
রয়েছ মা, ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর,
শ্রাবণের ধারাসম হায়, অবিরত ! ৩।

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব, আমি জানি স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুলসম তোমার নিকটে ! ৪ ।
লোকমুখে শুনি' মম সুযশের বাণী,
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ ;
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শেলসম বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ ! ৫ ।
এমন স্নেহের শোধ কেবা দিতে পারে ?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজি যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন । ৬ ।
স্নেহময়ী বিশ্বমাতা জগত-জননী,
প্রতিনিধি তার তুমি জগত-মাঝারে,
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস-যামিনী,
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে । ৭ ।
তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার,
গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
—জ্ঞানহীন অন্ধ আমি কি বলিব আর ?—
তেমতি তোমাতে মাগো তাঁহার প্রকাশ । ৮ ।

আনন্দময়ী

নক্ষত্র

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্ষত্র-মণ্ডল,
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ বরণ উজ্জ্বল
কুবের-ভাণ্ডারে যথা অসংখ্য রতন।
শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ
কনকের ফুলরাশি—তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বেলেছে উৎসবামোদে প্রফুল্ল-অন্তরা ?
আছে কি প্রকাণ্ড হেন শিখী ব্যোমচর,
মেঘ-সখা সনে সদা ক্রীড়া-অভিলাষী,
সান্দ্র নৈশতমে ভাবি শ্যাম জলধর,
দেখায় উন্মুক্ত-পুচ্ছে চন্দ্রকের রাশি ?
শুনেছি ত্রিদিবে আছে নন্দন-কানন,
মন্দার-কুসুম-দাম-শোভিত সে স্থান ;
তোমরা কি পারিজাত লোচন-লোভন,
দেবেন্দ্র-কামিনী-কণ্ঠে যার বহু মান ?
কিংবা, যথা মানস-সরস ভূমণ্ডলে,
প্রসন্ন সেরূপ সরঃ ঊর্দ্ধে শোভা পায়
কম কুমুদের দাম তোমরা সকলে,
প্রদোষেতে প্রমোদিত, মুদিত উষায় ?

কিংবা, ধার্ম্মিকের আত্মা তোমরা সকলে ?
সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন,
নিশিতে উদয় হ'য়ে নীল নভস্তলে,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য নরে করিছ জ্ঞাপন ?
কে তোমরা নিশাভাগে দেও দরশন ?
বুধগণ-স্থানে আমি না লই সন্ধান,
পর-পদাঙ্কিত-মার্গে করিতে গমন
কল্পনা-কৌতুকী কবি ভাবে অপমান।
শুনি বটে হও গ্রহ, গ্রহদলপতি,
বহু যোজনের পথে কর অবস্থান,
রাশিচক্র-কেন্দ্রস্থানে করিয়া বসতি
মানুষের ভাগ্যফল করহ বিধান।
ঋষি হও, ঋক্ষ হও, হও দাক্ষায়ণী,
তারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার,
না চাই জ্যোতিষ-তত্ত্ব কথা পুরাতনী,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এত কি কাজ আমার ?
দৃষ্টির-সহায়-যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন,
চর্ম্মচক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কার,
জানিয়াছি কে তোমরা উজল গগন,
নিশিতে নীরবে কিবা করিছ প্রচার।
বিশাল বিমান-গ্রন্থে গ্রথিত সুন্দর,
উজ্জ্বল-নক্ষত্রদল-অক্ষর-মালায়,

ক্ষুদ্র-মাত্র এই জ্ঞান লভিবেক নর,
বিরাট্ এ বিশ্বসৃষ্টি, অন্ত কেবা পায় !
যাঁর হাস্য-প্রকাশক কুসুমের দল,
সৌম্যভাব ব্যক্ত যাঁর পূর্ণ শশধরে,
যাঁর জ্যোতিঃ-প্রতিবিম্ব মিহির-মণ্ডল,
তাঁহারি মহিমা লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে !

সন্তোষ

পরের ঐশ্বর্য্যে নহে ব্যথিত হৃদয়,
পরের বিপুল বিত্তে মন নাহি টলে ;
যা' আছে আমার তাহে হয় সুখোদয়,
দুরাকাঙ্ক্ষ-অগ্নি নাহি হৃদয়েতে জ্বলে ।
রত্নসৌধ-কক্ষ-মাঝে, ধনাঢ্য যে জন,
দাসদাসী-পরিবৃত, পূর্ণ ধনে জনে ;
নহে,—নহে সুখ তা'র তুল্য কদাচন,—
পর্ণ-কুটীরেতে মম, শাকান্ন ভোজনে !
শ্রমলব্ধ দিনান্তের কষ্ট-উপার্জ্জনে
আমার অভাবমাত্র হইলে মোচন,
অবশিষ্ট রহে যাহা, দিয়া দীন জনে,
যেই তৃপ্তি, ধনিভাগ্যে না ঘটে তেমন,

হে ধনিন্‌, সৌভাগ্যের উচ্চশৃঙ্গে বসি'
সতত তোমার ভয় পতন-কারণ !
দৈন্য-রাহু গ্রাসে কবে তব সুখ-শশী,
এই ভয়ে শান্তিহীন সদা তব মন ।
তোমার আকাঙ্ক্ষা-শিখা ঊর্দ্ধে সদা ধায়,—
তব আকাঙ্ক্ষার কভু বুভুক্ষা না ভরে !
তোমা হ'তে দীন কেবা বল না আমায়,
যাচকের বৃত্তি যা'র ঘুচে না অন্তরে ?
পরের সৌভাগ্য-সুখে সুখ নাহি তব,
ঈর্ষ্যার গরলে দহে তোমার অন্তর !
পতনে তাহার, তব সুখের সম্ভব
তব সম ভাগ্যহীন কেবা আছে নর ?
চৌর, দস্যু হ'তে ভয় তোমার সতত ;
সুশস্ত্র প্রহরী দ্বার করি'ছে রক্ষণ ;
ধনবৃদ্ধি তরে তব চিন্তা কত শত ;
হেন উদ্বেগের মম নাহিক কারণ ।
আমার যা' আছে দেখ, তা'তেই সন্তোষ—
বশীভূত চিত্ত মম—বৈরী কভু নয় ।
শূন্য হইলেও মম পূর্ণ ধনকোষ,
সৃষ্টি নাহি করি নব অভাব-নিচয় !
অভাব-রাক্ষসী জিহ্বা করি' লেলিহান
ধনীর শোণিততুল্য শোষিতেছে ধন !

কিছুতে না হয় তা'র আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ,
ঘৃত-প্রজ্বলিত যেন জ্বলে হুতাশন!
থাক্ না মাণিক্য-মণি ধনীর ভাণ্ডারে,
থাক্ শত দাস-দাসী আজ্ঞা-অপেক্ষায়;
থাক্ গজ, অশ্ব, রক্ষী সজ্জিত দুয়ারে,
তবু সে আমার চেয়ে দুঃখী তুলনায়!
আমার হৃদয় যেই সুধায় সিঞ্চিত,
কোথা' পা'বে সেই সুধা দুরাকাঙ্ক্ষ জন?
সন্তোষ-অমৃত অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত,
লভিতে না পারে কভু উদ্বাহু বামন।

—সিতেন্দ্রা

স্বর্গ ও নরক

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক? কে বলে তা' বহু দূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক,—মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য-বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

মানুষ কে ?

নিয়ত মানসে যার একরূপ ভাব,
জগতের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ লাভ,
পরপীড়া পরিহার, পূর্ণ পরিতোষ,
সদানন্দে পরিপূর্ণ নাহি বৃথা রোষ,
নাহি চায় আপনার পরিবার-সুখ,
দেশের মঙ্গল কার্য্যে সদা হাস্যমুখ,
কেবল পরের হিতে সুখলাভ যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?
নাহি চায় রাজ-পদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন,
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন,
আত্মার সহিত সব তুল্য মনে গণে,
স্বজাতি বা ভিন্ন জাতি ভেদ নাহি মনে,
সকলি সমান, মিত্র শত্রু নাহি যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?
অহঙ্কার-মদে নহে কভু অভিমানী,
সর্ব্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী,
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার যশে,
শত্রু মিত্রে পরিণত রসনার রসে.

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার ।

* * *

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে' ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।

বিপরীত

ধনহীন মনে করে ধনী বুঝি সুখী
ধন-নাশ-ভয়ে ধনী নিয়তই দুখী ।

পরিণত আজি—ভবনে ভবনে
বায়ু কেঁদে ফিরে যায়
চমকি পথিক দাঁড়ায়ে ক্ষণেক
সজল নয়নে চায় ।

মনে হয় নব উৎসবে ভরা
তুই রে আছিলি গৃহ
উঠিত কতই সঙ্গীত-তান
হাসির লহর ভাসাইত প্রাণ
কত আয়োজন, আদান, প্রদান
কত আশা, কত স্নেহ
সুখের বাজার ভেঙ্গেছে গো এবে
নাহি সেথা আজি কেহ ।

অথবা অসার নরকঙ্কাল
সমান তোমারে গণি
বদনে নাহিক সুমধুর ভাষা
কোথা সে পরাণ-ভরা ভালবাসা ?
যেন মূর্তিমান প্রবল পিপাসা
অসীম যাতনা-খনি
কিম্বা সাধের সংসার যেন
যবে প্রতিকূল শনি ।

জানি আমি পাপবতী, তুমি পুণ্যস্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে,
পুণ্যময়ী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে ?
শুন বন-মৃগ-পক্ষী, শুন বৃক্ষ-লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ?
যারেক সে বরাঙ্গীর বলিয়া সন্ধান,
রাখি তোমাদের অতিথির প্রাণ।

শূন্য মধুচক্র দর্শনে

ওরে তোর দুরদশা হেরি
বার বার মম কাঁদিছে পরাণ
নয়নে ঝরিছে বারি ।
অতুলন-ধন-ধান্য-পূরিত
নরনারী-কলরব-মুখরিত
ছিলি একখানি পল্লীর মত
যেন বহুদূর জুড়ি
আজ একি দুরদশা হেরি !
যেন মহামারী করাল বদন
ব্যাদানি নিমেষে হায় !
গ্রাসিয়াছে যত অধিবাসিগণে
ক্ষুদ্র নগরী রুদ্র শ্মশানে

পরিণত আজি—ভবনে ভবনে
বায়ু কেঁদে ফিরে যায়
চমকি পথিক দাঁড়ায়ে ক্ষণেক
সজল নয়নে চায়।

মনে হয় নব উৎসবে ভরা
তুই রে আছিলি গৃহ
উঠিত কতই সঙ্গীত-তান
হাসির লহর ভাসাইত প্রাণ
কত আয়োজন, আদান, প্রদান
কত আশা, কত স্নেহ
সুখের বাজার ভেঙ্গেছে গো এবে
নাহি সেথা আজি কেহ।

অথবা অসার নরকঙ্কাল
সমান তোমারে গণি
বদনে নাহিক সুমধুর ভাষা
কোথা সে পরাণ-ভরা ভালবাসা ?
যেন মূর্তিমান প্রবল পিপাসা
অসীম যাতনা-খনি
কিম্বা সাধের সংসার যেন
যবে প্রতিকূল অরি

জানি আমি পঞ্চবটী, তুমি পুণ্যস্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে,
[illegible]ময়ী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে ?
শুন বন-মৃগ-পক্ষী, শুন বৃক্ষ-লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ?
বারেক সে বরাঙ্গীর বলিয়া সন্ধান,
রাখ রাখ তোমাদের অতিথির প্রাণ !"

শূন্য মধুচক্র দর্শনে

ওরে তোর দুরদশা হেরি
বার বার মম কাঁদিছে পরাণ
নয়নে ঝরিছে বারি ।
অতুলন-ধন-ধান্য-পূরিত
নরনারী-কলরব-মুখরিত
নি পল্লীর মত
বহুদূর জুড়ি
আজ একি দুরদশা হেরি !
যেন মহামারী করাল বদন
ব্যাদানি নিমেষে হায় !
গ্রাসিয়াছে যত অধিবাসিগণে
ক্ষুদ্র নগরী রুদ্র শ্মশানে

পরিণত আজি—ভবনে ভবনে
বায়ু কেঁদে ফিরে যায়
চমকি পথিক দাঁড়ায়ে ক্ষণেক
সজল নয়নে চায়।

মনে হয় নব উৎসবে ভরা
তুই রে আছিলি গৃহ
উঠিত কতই সঙ্গীত-তান
হাসির লহর ভাসাইত প্রাণ
কত আয়োজন, আদান, প্রদান
কত আশা, কত স্নেহ
সুখের বাজার ভেঙ্গেছে গো এবে
নাহি সেথা আজি কেহ।

অথবা অসার নরকঙ্কাল
সমান তোমারে গণি
বদনে নাহিক সুমধুর ভাষা
কোথা সে পরাণ-ভরা ভালবাসা ?
যেন মুর্ত্তিমান প্রবল পিপাসা
অসীম যাতনা-খনি
কিম্বা সাধের সংসার যেন
যবে প্রতিকূল শনি।

অথবা বিহগ-কুলায় পূর্ণ
তুই ভাঙ্গা নদী-তীর
পাখীগুলি সব গিয়াছে উড়িয়া
শূন্য নিবাস র'য়েছে পড়িয়া
ঢেউগুলি সব আসিছে ফিরিয়া
দুখে নোয়াইয়া শির,
কালের বক্র গতির প্রভাবে
কারও সুখ নয় স্থির !!

কিসের অভাব

মা, তোর কিসের অভাব বল্ ?
কেন ঝরিছে নয়নে জল ?
কেহ দেছে কাব্য, কেহ গীতি-গান,
কেহ দেছে শক্তি—বিশ্বব্যাপীমান,
কেহ দেছে দেহ, কেহ দেছে প্রাণ,
কেহ নেত্র-নীলোৎপল।
কেহ দেছে বেদ, কেহ দেছে মন্ত্র,
কেহ চক্রভেদ, কেহ দেছে তন্ত্র,
কেহ দেছে মূর্ত্তি, কেহ দেছে যন্ত্র,
কেহ রত্ন সমুজ্জ্বল।

কেহ দেছে মঠ, কেহ দেছে ধূপ,
কেহ দেছে সরঃ, কেহ দেছে কূপ,
কেহ দেছে ধ্যান, কেহ দেছে যূপ,
কেহ দেছে হোমানল।
কেহ দেছে বস্ত্র, কেহ দেছে সেতু,
কেহ দেবালয়, কেহ চূড়ে কেতু,
কেহ দেছে তর্ক, কেহ দেছে হেতু,
কেহ পথে তরুদল।
কেহ দেছে হল, কেহ ধনুর্ব্বাণ,
কেহ রণ-পোত, কেহ বা কামান্,
কেহ বা ভেষজ, কেহ বা বিধান;
কেহ গ্রহ-ফলাফল।
উঠ মা—উঠ মা, ফিরা আঁখি দুটী,
কত স্বর্গ তোর রাঙা পায়ে ফুটি!
আমরা হেরি না আমাদের ত্রুটী—
লুটি পর-পদতল।

তুলনার-শেষ

সত্য হ'তে ধর্ম্ম কিবা, আত্মদান হ'তে মান,
বিত্ত কিবা হ'তে আঁখিনীর?
মুক্ত হ'তে ধনী কেবা, ভক্ত হ'তে জ্ঞানবান্,
রিক্ত হ'তে বলো কেবা বীর?

সমুদ্র-ফেনার প্রতি

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরাণ পাগল করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন্ দেশে,
যেথা আছে অখিল শেষে সকল শ্রান্তিহারা।
শঙ্খধবল শ্বেতশতদল—নীল সাগরে ফুল—
আজনমের সকল জানা করিয়ে দে মোর ভুল ;
কেটে দিয়ে বাঁধন যত, ক'রে নে আজ তোরি মত,
সৃষ্টিছাড়া মুক্তিব্রত—নাহিক শাখামূল।
আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি আমার তরি—
ভাব্‌ব না আর নিজের লাগি—বাঁচি কিংবা মরি ;
কর্‌ব না আর আগে, পিছে চাইব নাকো উপর নীচে,
নিখিল ত্যজে আজ্‌কে তোমায় লব বরণ করি।
রাত্রি দিবা দুল্‌ব দুজন তরঙ্গ-দোলাতে—
ঊর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিনাচন ঘূর্ণাপাকের সাথে ;
ঝঞ্ঝা যখন গর্জ্জি আসি', মার্‌বে ঠেলা অট্টহাসি
চূর্ণ হয়ে পড়্‌ব খসি' সহস্র কণাতে।
সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো মাছের অভ্র-পালক পড়্‌বে খসি' পায়ে ;
সূর্য্যালোকের স্বর্ণরেণু, রচ্‌বে হাসি ইন্দ্রধনু,
অন্ধনিশি নিশ্বসিবে লবণ বহা বায়ে।

নীলাম্বুধির অন্তবিহীন শয্যা পাতা নীচে,
ঊর্দ্ধে অসীম শূন্য আকাশ নিঃশব্দে কাঁপিছে ;
ডানে বামে দিকের রেখা,   কূলের কোথা নাহিক দেখা,
লক্ষযোজন পুরোভাগে লক্ষযোজন পিছে ।
মুক্তা-মাণিক সঙ্গী শুধু বিজন প্রতিবাসী,
শঙ্খ-শামুক ভৃত্য সেবার, ঝিনুক-কড়ি দাসী ,
পাতালতলে যে নাগবালা,   ঘুমায়, গলায় পরায় মালা—
স্বপ্ন তাহার শান্ত মুখে তোরি শুভ্র হাসি ।
মৃত্যু যেদিন বলবে ডেকে—কে ঘুমাবি আয়,
পুরুভুজের মঞ্চ'পরে স্পঞ্জ-বিছানায়,—
সেদিন সকল যাত্রাশেষে,   হাতটি দিব বাড়িয়ে হেসে,
আস্‌বে মুদে আঁখির পাতা সহজ সান্ত্বনায় ।
সমুদ্দুরের সাদা ফেনা, শীতল শান্তিভরা—
সব ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সঙ্গে ভেসে ভেসে   যাব রে সেই অচিন্ দেশে,
যেথা আছে নিখিল-শেষে সকল শ্রান্তিহারা ।

রথযাত্রা

চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে নির্ঘোষি' রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ !
ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ আয় সবে ছুটে আয়,
জগৎ-স্বামীর রথের যাত্রা তোরই দ্বার দিয়ে যায় ।

মেঘ-দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে আজি গর্জ্জিছে বারিধার,
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারিধার ;
যে থাকে যেথায়, আজিকে সেথায় মিলিতে সবাই হ'বে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব-রবে।
আয় তোরা যত নবীন প্রবীণ কিশোর কুমার দল,
কলকোলাহল কর্ম্ম-পাগল আয় বল-চঞ্চল,
বাঁচিস্ মরিস্, আজি না ধরিস্, কাছিতে লাগারে হাত,
তোদেরি ঐক্যে মিলিত জানিস্ মিলন জগন্নাথ।
লক্ষ দৃপ্ত মত্ত বাহুতে রসিতে পড়ুক টান,
আজি যে কেবল চলচঞ্চল চল্ চল্ অভিযান ;
নাহি আগু পিছু সন্দেহ কিছু শুধু সম্মুখ গতি,
লক্ষ লোকের লক্ষ্য সে এক সঙ্গের সঙ্গতি।
ঘর্ঘরি' ঘুরে কর্ম্মচক্রে নির্ঘোষি' ধরা-পথ,
বিশ্বেরি মাঝে ছুটিয়া চলেছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে দেশে দিশে দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে
কেহ অর্পিছে বক্ষের বল, কেহ চক্ষের জ্যোতি,
বাহুর শক্তি কেহ বা বিলায়, কেহ বা মিলায় গতি ;
যার আছে যাহা সেই দেয় তাহা আজি মাহেন্দ্রক্ষণে
জগৎ-স্রষ্টা একক দ্রষ্টা হাসিছে উদাসমনে।
আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরে হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা দৃশ্য জগৎ-নাথ।

যত জাতি পাঁতি সব এক সাথী যাঁহার চরণ-পাশে,
উঁচু আর নীচু নাহি যেথা কিছু, সমান দ্বিজে ও দাসে।
মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই ;
মহামিলনের পদধূলি-পূত, তাই সে তীর্থ ঠাঁই ;
নীতি ও আচার, বিধি ও বিচার, সকল তর্ক ভুলি,
নে নেরে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্র ধূলি।
চিত্ত ভরিবে সাহসে আশায়, বক্ষ ভরিবে বলে,
রথগতি হ'বে মনোরথ-সম শতেক যোজন পলে ;
সাগর-বেলায় পরশি' হেলায় কাঁপায়ে বিমান-পথ,
জগতের সীমা ছাড়াইয়া যাবে জগন্নাথের রথ !

মেঘনাদ ও বিভীষণ

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূলহস্তে, ধূমকেতু-সম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে।
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ? নিকষা-সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শূলী-শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ! ভ্রাতুষ্পুত্র বাসববিজয়ী !
নিজগৃহ-পথ, তাত, দেখাও তস্করে ?

চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি,
পিতৃতুল্য ! ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে !"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"বৃথা এ সাধনা
ধীমান্ ! রাঘবদাস আমি ! কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;—
"হে পিতৃব্য ! তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও'মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা' দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে,
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজকাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু ! পঙ্কিল-সলিলে
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,

অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা ? *
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ, আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি, কোন্ দেববলে
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি।
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”
মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদনে লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;—

"নহি দোষী আমি, বৎস! বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পর-দোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস. গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী;—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষস-রাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ. পর পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর! কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

শরতে বঙ্গ

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎ কালের প্রভাতে !

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হ'বে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠা'য়ে দিয়েছ ভুবনে !

তুলি' মেঘভার, আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে পবনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত-শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসি-ভরা মুখ তব পরিজন,
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়,   আছ যে যেথায়,
        আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার   খুলেছে জননী
        অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ওপার হইতে আয খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়   জননী সুধায়,
        আয় তোরা সবে জুটিয়া !
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
        অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে   শেফালি-মাল্য
        গন্ধে ভরিছে অবনী,
জলহারা মেঘ   আঁচলে খচিত
        শুভ্র যেন সে নবনী,
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-   জড়িত চরণে,
        দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে, শিশিরে,   কুসুমে, ধান্যে,
        হাসিছে নিখিল অবনী !

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ

সভাজন শুন, জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান, স্থস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান ॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুঃখে জানে, দুঃখে সম মানে,
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচারময় ॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥

যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি-সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী-বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহাপাপ হর॥
সতী ঝি আমার, বিদ্যুৎ আকার,
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন, পরম ভাজন,
ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতী, কি দেখি দুর্গতি,
অন্ন বিনা হৈলা কালী।
তোমার কপাল, পর বাঘছাল,
আমার রহিল গালি॥
শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি,
দধীচি অগস্ত্য আদি।

দক্ষে গালি দিয়া, চলিল উঠিয়া,
শ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥
তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ,
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই, তোর নাহি ঠাঁই;
আমার মরণ নহে ॥
মোর কন্যা হ'য়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে,
ছি ছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ, তোর এই সাজ,
মাথা খেতে আলি মোর ॥
বিধবা যখন, হইবি তখন,
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে,
তার মুখ না দেখিব।
শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গুণি,
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাপা হেন মতি ॥
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ
তব অঙ্গজনু, ত্যজি এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ

তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি হয়,
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল, যজ্ঞ যাবে তল,
তোর রক্ষা আর নাই॥
যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর,
সে মুখ হ'বে ছাগল।
এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরিপাত, ভাগ্যবান্ অতি,
মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব তপোবরে, তাঁহার উদরে,
জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে,
সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হ'য়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর,
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ, করিলা গমন,
করিতে দক্ষ দমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিল ভারত,
কবি রায় গুণাকর॥

ভারতের মানচিত্র

শিক্ষক—হের বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা
এদেশের ফলে জলে পালিত অমরা।
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।
ছাত্র—(প্রণামান্তর) ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন-মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি' রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার দেব ? বলুন আমারে।
শিক্ষক—নহে তুচ্ছ মসীরেখা, ওই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী ! জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা-দানে
পালিতেছেন সযতনে ! ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি' ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখে তোমার,
বিজয়-মুকুট-সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে ওই গৌরী-শৃঙ্গ ! বাম দিক তার
দেখ, বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস

বসি' যে আশ্রম-মাঝে রচিলা পুলকে
অমর 'ভারত-কথা'। অদূরে তাহার
শোভিছে কেদারনাথ। আচার্য্য শঙ্কর
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি' যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্যভূমি! কর নমস্কার!

ছাত্র— (নমস্কারান্তে) ওই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ কি নাম উহার ?

শিক্ষক—ওই পঞ্চনদ, বৎস! এই পুণ্যভূমি
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত :
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ! এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীর পুরু-রাজ
রক্ষিলা ভারত-মান! নিম্ন দেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্মবিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি!

ছাত্র—ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ-সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক—ওই বিন্ধ্যাচল বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ! উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ ! মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে ;
এবে জনপদ কত পূর্ণ ধনে জনে
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুল-মণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা-চীর ধরি'
কাটাইলা কাল যেথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা ! পবিত্র এ দেশ
সীতারাম-পাদস্পর্শে ! কর নমস্কার !

শিষ্য—(নমস্কারান্তে) গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি, এবে দেখান আমারে !

শিক্ষক—ওই বঙ্গভূমি, বৎস ! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে হের, শোভে শিরোদেশে
ধৌত করি' পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য-প্রক্ষালিত পূত-ভাগীরথী-জলে

"সুজলা", "সুফলা", "শ্যামা" ভূষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরি-নাম, পবিত্রিলা ধরা ;
অমর করিলা জীবে ! পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম ওই, পতিতপাবনী
তরিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে ; পবিত্র এ দেশ !
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ' এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে !
ছাত্র—বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি' তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।
শিক্ষক—আছে শত শত বৎস ! কি বর্ণিব আমি,
বর্ণিলে জীবনকাল না ফুঁরাবে তবু !
রত্নপ্রসূ মা মোদের ! দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহি'ছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী ! তট-দেশে তার

আছিল কপিলবাস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে! দেখ বাম দিকে,
অর্দ্ধচন্দ্রকায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য! দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি' বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী—বিক্রমের পুরী,
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে বৎস! দেশ-দেশান্তরে!
কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের;—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ!
তেমতি জানিও, বৎস, ভারতভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু-মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত
সামান্য এ দেশ নয়! বহু পুণ্যফলে

জন্মে নর এ ভারতে ! কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জলিতে মাতৃ-ভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব ! কি বলিব আর ;
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্য-বংশধর,
ভুলিও না কোন দিন ! করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র ! স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি' লক্ষ্যপথে
হও, বৎস ! অগ্রসর ! ভারত-জননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে !

প্রার্থনা

শত্রু যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ !
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি' পরাজ্ঞান, শিরে শুভাশীস্ ।
চাহি নাক মিত্র আমি, সে যদি শকুনি-সম চাটু-মধুমাখি',
সেবন করায়ে নিত্য অসত্যের হলাহল, মৃত্যু আনে ডাকি' ।

কর গো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুর-সম চির-তৃপ্ত-প্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান্ ।
করো না নৃপতি মোরে, সে যদি যযাতি-সম ভোগলালসায়,
া-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য তরে মরে পিপাসায় ।

দাও প্রভু পরাজয়, যদি বলিরাজ-সম ত্রিভুবনহারা,
বালক বামন-পদে বিকাইতে পারি শির, লভি' চিরকারা।
চাহি না বিজয় তবু সমগ্র ভারত ভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজনসন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র শ্মশানের সিংহাসন 'পরে।

খর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি' বক্ষ আনে যেন কমলার আশীস সম্ভার।
চাহি না ফাল্গুন ফল্গু ফুল-দল কিসলয়ে অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি' নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্ম্মর

আলস্য ও শ্রম

আলস্য কহিল গর্ব্বে ফুলাইয়া বুক—
"শ্রম, তোর ভাগ্যে বিধি লিখে নাই সুখ।
খেটে খেটে দেখি তোর দেহ হ'বে মাটী!"-
শ্রম বলে "যা' কহিলে—বোঝ দেখি খাঁটি,
খেটে খেটে দেহ মোর সবল সুঠাম,
বিশ্রামের সুখ মোর স্বর্গের আরাম;
তুমি কিন্তু দিন দিন হইতেছ ক্ষীণ,
পাণ্ডুর বরণ তব আঁখি জ্যোতিঃহীন।
কুসুম শয়নতলে রাখিয়া শরীর,
পাও নাই নিদ্রাসুখ—সতত অস্থির।"

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে প্রভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় :
মন্দ্রভাষা ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-ঊষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হবে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

দিগ্‌গজেরা তোমার পরে নীলাজেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারা হে ক্ষত্রিয় !
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ো,
কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভব ধরিত্রীও,
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

গঙ্গা—স্তোত্র

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
শ্যাম বিটপিঘন-তট-বিপ্লাবিনি, ধূসর তরঙ্গ-ভঙ্গে !
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মাই,
কত নর-নারী ধন্য হইল তব পুণ্য সলিলে অবগাহি'
বহিছ জননি ! এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি ;
করি' সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।
নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল জটা 'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারে জ্যোতিঃ-প্রপাত তিমিরে—
নামি ধরাতলে হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে,
পরিহরি' ভব-সুখ-দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব, বরিষ বারি-ধারা নয়নে,
বরিষ শান্তি-সঙ্গীত মম প্রাণে, বরিষ শান্তি মম জীবনে,
মা—ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কল-কল্লোলিনী গঙ্গে !

কিশোর

আমরা কিশোর, আমরা কচি, আমরা বনের বুল্‌বুলি,
সবুজ পাতায় শয্যা রচি, হাওয়ার দোলায় দুল্‌দুলি !
উষার আলোয় স্নান করি,
নিত্য নূতন তান ধরি,
সহজ তালে পাখ্‌না মেলি উড়ে চলি চুল্‌বুলি !

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে :
লক্ষ আশা অন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাঁপড়ি-পাতার বন্ধনে ।

সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুট্‌ব মোরা ফুট্‌ব গো,
অরুণ রবির সোণার আলো দু'হাত দিয়ে লুট্‌ব গো !
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে
আকাশ পানে তুল্‌ব মাথা—সকল বাঁধন টুট্‌ব গো !

কেউ বা যাব দেশ বিজয়ে, সাজ্‌ব রাজা 'সিকন্দর'
সঙ্গে নিয়ে লক্ষ সেনা ছুট্‌ব গো দিগ্‌-দিগন্তর ;
হাতি-ঘোড়ার চট্‌পটে
কামান-গোলার পট্‌পটে
দেশ-বিদেশের সকল রাজা কাঁপ্‌বে ভয়ে নিরন্তর ।

সাগর-জলে পাল তুলে দে' কেউবা হ'ব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতই বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ !
জাগবে সাড়া বিশ্বময়—
এই বাঙ্গালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ ।

কেউ বা হ'ব সেনা-নায়ক, গ'ড়্‌ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র নেব, নাই বা থাকুক অন্য বল ।
দেশমাতারে পূজ্‌ব গো,
ব্যথীর ব্যথা বুঝ্‌ব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অন্ন-জল ।

জ্ঞান-গরিমা শিখ্‌ব বলে' কেউ বা যাব জার্ম্মানি,
সবার আগেই চল্‌ব মোরা, আর কি কভু হার মানি ?
শিল্প-কলা শিখ্‌ব কেউ,
গ্রন্থমালা লিখ্‌ব কেউ,—
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী, কেউ বা 'টাটা', 'কার্ণানি' ।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে !
আকাশ-আলোর আমরা সুত,
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে করব মোরা—নাইক তাহার অন্ত রে !

প্রার্থনা

বিপদে মোরে রক্ষা কর,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

বুদ্ধের উপদেশ

এক দিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্যে বসি' পবিত্র বিহারে ॥
মৃত শিশু বুকে কৃশা গৌতমী জননী
আসি' শোকাতুরা কহে,—"নর-নারায়ণ !
অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার !
বৈজয়ন্ত-সম পুরী হউক চূর্ণিত !
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম। একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা ! দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা তোমার !
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর ?
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ ! দেও দুই প্রাণ !
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর !"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে,—
"হায় মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম-জন্মান্তরে !
কহিলেন,—"মাতঃ ! জানি ঔষ ইহার ;
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ !
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া

শুষ্কহ্রদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি' ধূলি-ধূসরিত,
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দ-বিবশা!
কহিলেন বুদ্ধদেব,—"উঠ, মাতঃ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমের সরিষা কেবল!"
সামান্য সরিষা! হায়! দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণা গৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধশ্বাসে; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ, মাতঃ! মরেনি কখন।"
মৃতপুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিলা সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায়! মিলিল না গৃহ
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী;
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাসপ্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে! দেখিল জগৎ
নিশীথিনী-ছায়া-মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র

মরিয়াছে, মরিতেছে ! কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে,—শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত !
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর ;
নিবিল সে দীপালোক । মৃতপুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি' পূর্ণ আত্মহারা ।
দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে,—
"দেখ, মাতঃ ! হায় ! ওই দীপালোক মত
মানব-জীবনালোক জ্বলি' অনুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে । কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র । যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্মচক্র কর অনুসার ।"

নীতি

সাধু ব্যবহার পেতে বাঞ্ছা যদি মনে,
সাধু ব্যবহার ক'র অপরের সনে ।
ভাল কর, ভাল হবে জগতের রীতি,
ভুলিও না কভু এই স্বর্ণময় নীতি

স্নেহের জয়

ভীম সংগ্রামে যুঝি বিক্রমে
রাজপুত গেল হারি',
প্রবেশিল আসি যবন সৈন্য
হিন্দুর বাড়ী বাড়ী।
জহরব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ-কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে
সতী সীতা সারি সারি।
বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত
বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটা রমণী পিয়াইছে দুধ
তনয়ে ধরিয়া বুকে।
প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ,
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ
ফুটিয়া উঠেছে মুখে।
অরাতি শিশুরে সৈন্য জনেক
জোরে নিতে চায় কেড়ে,
জাপটি ধরিল বক্ষে জননী
আপন তনয়টারে।
এ কি কঠিন বাহু সুকোমল
ছাড়াতে নারিল সৈন্য সবল,

গর্ব্বিত সেনা অসির আঘাত
করিল জননী-শিরে ।
রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল
বালকের সারা দেহ,
দূর হ'তে তাহা দেখিয়া সেনানী
প্রবেশিলা আসি গৃহ ।
বলিলেন ডাকি'—'ওরে নরাধম
মানুষের হৃদি এত নির্ম্মম,
পাস্‌নি পামর কখন কি তুই
নিজ জননার স্নেহ ?'
সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য
নত করি আঁখি বোড়,
সেনাপতি বলে ও বাহু ছাড়াতে
সাধ্য কি আছে তোর !
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন ?
ও যে ভরতপুরের চেয়ে দুর্জ্জয়
জননীর স্নেহ-ক্রোড় ।
জননী-কণ্ঠে জড়াইল শিশু
দুটী বাহু সুকোমল,
দেখি সেনানীর বিশাল নয়ন
হ'য়ে এল ছলছল ।

বলিলেন, "বীর, ক্ষম অপরাধ
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাহিক
আমাদের বুকে বল।"

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি-দিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ; তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

শূদ্র

সেবা তোমার ধর্ম্ম মহান্, ধৈর্য্য তোমার বক্ষ-ভরা,
যত্ন কেবল পরের লাগি আপনারেই তুচ্ছ করা।
ভক্তিভরে দাস হয়েছ, হওনি নত অত্যাচারে,
গুণজ্ঞ যে নোয়ায় মাথা নিত্য গুণী-জ্ঞানার দ্বারে।
নাহিক তোমার কৃচ্ছ্র-সাধন, হোম কর না দর্ভ জ্বেলে,
তপোবনের গর্ব্ব নাহি, সেবায় তোমার মোক্ষ মেলে।
সত্ত্বগুণের ভৃত্য তুমি, নর-দেবের আজ্ঞাবহ,
জগৎ-মাঝে মহৎ তুমি, শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

জান্‌তে তুমি চাওনি কভু বেদ-পুরাণের গুপ্ত কথা,
গুরুর মুখে শুনেই সুখী অন্বেষণে যাওনি বৃথা।
চাওনি তুমি জ্ঞান-গরিমা, নওহে ধন-রাজ্য-লোভী,
আপনারে ধন্য মানো ব্রাহ্মণ-পাদ-পদ্ম সেবি।
অভ্রভেদী বিন্ধ্যগিরি উচ্চ হ'য়ে তুচ্ছ ছিল,
গুরুর পদে লুণ্ঠিয়া শির গণ্য এবং ধন্য হ'ল।
মহত্ত্ব ও গৌরবে তার বিশ্বে কেবা তুল্য কহ,
জগৎ-মাঝে মহৎ তুমি, শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

দাস্য তোমার মাথার মণি উচ্চ চূড়া গৌরবেরি,
ভক্ত থাকে মুগ্ধ হ'য়ে তোমার হিয়ার শৌর্য্য হেরি।
সমাজ-দেহের ভিত্তি তুমি নিম্নে আছ অন্তরালে,
উঠ্‌তে তোমায় বল্‌বে শুধু মূর্খ-লোকের তর্কজালে

নদ-নদী চায় নিম্নে যেতে, মেঘ নত হয় সলিল-ভরে,
হাল্‌কা বায়ু অল্প আয়ু ঊর্দ্ধে যেতেই চেষ্টা করে।
করুক তোমার নিন্দা লোকে, হাস্যমুখে নিন্দা সহ,
জগৎ-মাঝে মহৎ তুমি, শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

শিশু

তুই বুঝি হবি শিশু স্বরগের সুধা
পড়েছিস্‌ এক বিন্দু ভুলে ধরাতলে—
মিটাইতে আমাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা!
আমরা পেয়েছি তোরে বহু পুণ্য-ফলে।

তুই বুঝি শিশু, কল্পকুসুমকোরক
বাতাসে ছিঁড়িয়া তোরে ফেলেছে হেথায়-
যাহা চাই দিস্‌ তাহা—রে দাতা তিলক
কচি দুটি মুঠি ভরি' অপূর্ব্ব প্রথায়!

তুই বুঝি স্বরগের শিশু-কামধেনু
এসেছিস্‌ পলাইয়া—বন্দে তোরে কবি—
উড়াইয়া পায়ে পায়ে পূত স্বর্ণরেণু—
আত্মত্যাগ মহাযজ্ঞে যোগাইতে হবিঃ।

তুই বুঝি বিধাতার অনুগ্রহ-কণা
মূর্ত্তিমান হ'য়ে মর্ত্তে করিস্‌ বিহার!
দুঃখে-ক্লেশে আমাদের মহতী সান্ত্বনা—
ভুলে যাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিখিল সংসার!

কবি-রাণী

তুমি আমায় ভালোবাস তাইতে আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ, বাতাস, প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যাতারা
পূবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি॥

আমায় আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশী,
আমার পূজার যা' আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি॥

তুমি আমায় ভালোবাস তাইতে আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥

পল্লীবধূ

না ধরিতে প্রাচী অরুণ বরণ, না ডাকিতে সব পাখী,
গ্রাম পথে ঘাটে না পড়িতে সাড়া, না মেলিতে ফুল আঁখি,
কেগো ঐ জাগি শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল ;
গোময় মাড়ুলি লেপনে জাগায় সুপ্ত তুলসী-তল ?
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ ঘরের পৈঠা 'পরে
কলস ভরিয়া জল লয়ে কেবা স্নান করি ফিরে ঘরে ?
না বাড়িতে বেলা দেব-দেউলের দূর করি মলিনতা
করে আহ্নিক-রন্ধন তরে গুরুজনে সহায়তা।
লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর-ভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধননিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

গুরুজনদের ভোজনের শেষে অতিথি ভিখারী তুষি'
ছেলেপুলেগুলি নাওয়ায়ে ধোওয়ায়ে খাওয়ায়ে করিয়া খুসি,
পাতের ভাতে কে ক্ষুধা করি দূর এঁটোকাঁটা খুঁটে তুলি'
হাঁস-ঝটপট খিড়কির ঘাটে ধোয় ঘটাবাটী গুলি ?
সূঁচ সূতা লয়ে সারি' শত কাজ, কত কাজ ঝাঁটপাটে,
পাড়ার মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে চলে কে দীঘির ঘাটে ?
গৃহ পারাবতে আহারে তুষিয়া খোঁপে খোঁপে কেবা থুয়ে
সাঁজ দীপগুলি তেল-সলিতায় রেখে দেয় মুছে ধুয়ে।
লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর ভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধননিরতা এ যে গো পল্লীবধূ।

সাঁজের বাতিটি জ্বালিয়া তাহারে বাঁচায়ে আঁচল-আড়ে
তুলসীর মূলে দেবের দেউলে ঘুরে কে গো দ্বারে দ্বারে ?
উপকথা বলি খেয়ে চুম, গেয়ে ঘুমপাড়ানিয়া গান,
কোলের কুলায়ে আনে কে থামায়ে শিশুদের কলতান ?
শ্বশুর শ্বশ্রূ পদসেবা করি লভি শুভাশিস্ শিরে
সবার ভোজন শয়ন অন্তে চলে কে শুইতে ধীরে ?
শ্রান্ত শয়নে সেবারতা কেবা কান্তের পাদ-মূলে
ক্লান্ত নয়নে গভীর নিশীথে ঘুমঘোরে পড়ে ঢুলে ?
লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর-ভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধননিরতা এ যে গো পল্লীবধূ ।

উচ্চ হাসিটি শোনে নাই কেহ, নাই রাগ অভিমান,
আঁখিপুটতলে নয়নের জলে সব ব্যথা অবসান ।
গৃহ-কোণে সদা শুভদা বরদা কেহ না জানিতে পায়,
কুটীরে কুটীরে লক্ষ্মী অচলা, তবু রটে গোটা গাঁয় ।
কল্যাণ জপে মৌন মহিমা অবগুণ্ঠন-তলে,
ননদীর গালি তাড়নায় তার ধ্যান গরিমা না টলে,
গৃহকাজে কর হয়েছে কঠোর ক্ষয় হয়ে গেছে শাঁখা,
হলুদ কাজলে সিঁদুর তৈলে সতীর মহিমা মাখা ।
লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর-ভরা মধু,
অবিরত সেবা-সাধননিরতা বঙ্গ-পল্লীবধূ ।

মিনতি

এস বন্ধু মম, এস নাথ মম,
এস গো দীনের দেবতা !
এস প্রভু মোর সব সুখ-দাতা,
এস গো জীবন-প্রণেতা !
আকুল পরাণে ব্যাকুলিত হ'য়ে
আছি ওগো আমি তব পথ চেয়ে ;
এস গো আমার আঁধার জীবনে
চির-আলোময় সবিতা !
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
ওগো অন্তর-দেবতা !

ভজন-পূজন জানি না গো আমি,-
আমি যে গো জ্ঞানহীন ।
বুক-ভরা তব স্নেহ ও করুণা
লভিব কেমনে দীন ?
তব সুশীতল কর পরশিয়া—
দাও অন্তর হরষে ভরিয়া,
তোমার পরশে অতুল হরষে
লভিব স্বরগ-সুখ ।
প্রেম-প্রীতিময় তুমি যে আমার—
নিমিষে নাশিবে দুখ ।

কিবা দিয়ে আমি পূজিব তোমার
রাতুল-চরণ খানি।
কিবা আছে মোর ?—ভিখারী যে আমি,
কিবা বল' তোমা' দানি ?
তবু মোর হায় ! হৃদি-কন্দরে
হরষ-উৎস শতধা ঠিকরে,
প্রেম-উচ্ছ্বাসে অবনত শিরে
পূজিতে তোমারে শুধু,—
ভকতি-কুসুমে, পূত আঁখি-জলে—
আরাধিব, এস প্রভু !

নকল গড়

(রাজস্থান)

জলস্পর্শ করব না আর—
চিতোর-রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাক্‌বে যতক্ষণ।
কি প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা' অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধ্‌বে তা' আজ—
কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়
সাধ্‌ব আমার পণ !

বুঁদির কেল্লা চিতোর হ'তে
যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হাম্ রাজা দিচ্চে থানা
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—
আজ্‌কে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মত
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আস্‌ছে ফিরে
স্কন্ধে ধনুতীর।
খবর পেয়ে কহে—কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে

হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির ?
নকল বুঁদি রাখ্‌ব আমি
হারাবংশী বীর।

মাটির কেল্লা ভাঙ্‌তে আসেন
রাণা মহারাজ।
দূরে রহ—কহে কুম্ভ,—
গর্জ্জে যেন বাজ।
বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা,
রাখ্‌ব আমি আজ।
কহে কুম্ভ—দূরে রহ
রাণা মহারাজ।

ভূমির 'পরে জানু পাতি'
তুলি' ধনুঃ শর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলা গড়ের সিংহদ্বারে
পড়্‌ল ভূমি 'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হ'ল
নকল বুঁদিগড়।

পল্লীরাণী

আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত গরিমা, কণ্ঠে নাহিক বাণী
গৌরবময়ী, গৌরবহীনা
দাঁড়াইয়া অয়ি ভিখারিণা দীনা,
উজ্জ্বল-শ্যাম-সুন্দর-দেহে আজি কজ্জল-ছায়া ;
নয়নে উথলে অশ্রু-সিন্ধু,
জলদ-মলিন বদন-ইন্দু
চরণ-নলিন আর না বিতরে মধুভরা দয়া-মায়া !
আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত-গরিমা, কণ্ঠে নীরব বাণী !

আমার পল্লী-রাণী,
বিশ্বের তরে নিঃস্ব করেছ ঋদ্ধ হৃদয়-খানি !
অতিথি ডাকিয়া উটজাঙ্গনে
অঞ্চল ভরে' দেছ ধানে ধনে,
শতেক পল্লী-সন্তান সনে কত না মোহন-মেলা !
লোকালয় আজ হ'য়ে আসে বন,
পথ ঘাট মাঠ আঁধার-মগন,
ভগ্ন-সৌধে পেচক নিবসে শিবাকুল করে খেলা !
আমার পল্লী-রাণী,
বিশ্বের তরে নিঃস্ব করেছ ঋদ্ধ হৃদয়-খানি !

আমার পল্লী-রাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় জ্বলে না প্রদীপ-খানি।
শূন্য দেউল সাঁঝের আঁধারে,
আধ দেখা যায় ঐ পরপারে,
আরতি-বাজনা বাজে না সেথায়, ঝিঁঝিঁ ডাকে নিশিদিন
পূজা-হোম-জাগ হয়েছে বন্ধ,
দীর্ণ-হৃদয়ে নাহি আনন্দ,
অশ্রুধারায় দীপ্তি হারায় আঁখি যুগ তেজোহীন ;
আমার পল্লী-রাণী,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসী-তলায় জ্বলে না প্রদীপ-খানি।

আমার পল্লী-রাণী,
তোমার পুণ্য-চরণ-পরশে কেটে যাবে সব গ্লানি।
এস দেবী তুমি শক্তি-স্বরূপা,
গুণ-গরিমায় অতুল অনুপা,
নূতন করিয়া গড়' তুমি দেবী মোদের পল্লীভূমি ;
চেতনা-শক্তি বরাভয়-দানে,
সুখ-সম্পদে ধনে জনে মানে,
শূন্য পল্লী-ভবন মোদের পূর্ণ কর মা তুমি !
আমার পল্লী-রাণী,
তোমার চরণ-পরশে ঘুচিবে সকল দৈন্য-গ্লানি।

কাব্য-সুধা

উত্তরাংশ

শক্তি-সঞ্চার

তব চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি—মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে, সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি,' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও কি রবে শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

অপমান-বর

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটীর তাহার ঘিরিয়া দাঁড়াল লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, "মোর রোগ দূর করি' মন্ত্র পড়িয়া দেহ,"
সন্তান লাগি' করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে, "তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে,"
কেহ কয়, ',ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে!"
কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড়করে—
"দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে,—
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় র'ব।
এ কি কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি!
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি?"

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি'—
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণ-ধূলার লাগি!
চারি পোয়া কলি পূরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা!
ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে,
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, টাকা দিল তা'র হাতে।
বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।
সহসা কামিনী সবার সাম্‌নে কাঁদিয়া ধরিল তারে!

কহিল, "রে শঠ, নিঠুর কপট, কহিনে কাহারো কাছে,—
এমনি করে' কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে ?
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্ন-বসন বিহনে আমার বরণ হয়েছে কালো !"
কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণ দল করিল কপট কোপ -
"ভণ্ড তাপস, ধর্ম্মের নামে করিছ ধর্ম্মলোপ !
তুমি সুখে বসে' ধূলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্ন-শোকে !"
কহিল কবীর— 'অপরাধী আমি, ঘরে এস, নারী, তবে,
আমার অন্ন রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে ?"

দুষ্টা নারীরে আনি' গৃহ মাঝে বিনয়ে আদর করি',
কবীর কহিল—"দীনের ভবনে তোমারে পাঠা'ল হরি !"
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,—
"লোভে পড়ে' আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে !"
কহিলা কবীর, "ভয় নেই মাতঃ ! লইব না অপরাধ ;—
এনেছ আমার মাথার ভূষণ, অপমান অপবাদ !"

ঘুচাইল তা'র মনের বিকার, করিল চেতনা দান,
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনাম গুণগান।
রটি' গেল দেশে কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশিরে, "আমি সকলের নীচে,

যদি কূল পাই, তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু ;
তুমি যদি থাক আমার উপরে, আমি র'ব সব নীচু !"

রাজার চিত্তে কৌতুক হ'ল শুনিতে সাধুর গাথা।
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন, সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, "থাকি সবা হ'তে দূরে, আপন হীনতা মাঝে ;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে ?"
দূত কহে, "তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ,—
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।"

রাজা বসেছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি,
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে ল'য়ে নারী।
কেহ হাসে, কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নত শিরে,
রাজা ভাবে—এটা কেমন নিলাজ, রমণী লইয়া ফিরে !
ইঙ্গিতে তাঁর, সাধুরে সভার বাহির করিল দ্বারী,
বিনয়ে কবীর চলিল কুটীরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণ-দল, কৌতুকভরে হাসে ;
শুনা'য়ে শুনা'য়ে বিদ্রূপ বাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণ মূলে—
কহিল,—"পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ?
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান ?"
কহিল কবীর—"জননী, তুমি যে, আমার প্রভুর দান !"

সত্যকাম

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যা-সূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষি-পুত্রগণ,
বনান্তর হ'তে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন- গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত আঁখি
শ্রান্ত হোম-ধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যা-স্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যান-মগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্র-মণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে, মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—"বৎসগণ ! ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান !"

হেন কালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণ তলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম নমি' ভক্তিভরে,
কহিলা কোকিল-কণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—

"ভগবন্! ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষা-তরে, কুশক্ষেত্র-বাসী,
সত্যকাম মোর নাম।"
শুনি' স্মিত হাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহ শান্ত ভাষে—
"কুশল হউক সোম্য! গোত্র কি তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে!"— বালক কহিলা ধীরে,—
"ভগবন্! গোত্র নাহি জানি! জননীরে
শুধা'য়ে আসিব কল্য, কর অনুমতি!"—
এত কহি' ঋষি-পদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি' সত্যকাম ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রাম-প্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ! ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা';
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্র-পথ চাহি'; হেরি' তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ-কুশল! শুধাইলা সত্যকাম—
"কহ গো জননী, মোর পিতার কি নাম

কি বংশে জনম ? গিয়াছিনু দীক্ষা-তরে
গৌতমের কাছে ;—গুরু কহিলেন মোরে,
'বৎস ! শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে !'— মাতঃ ! কি গোত্র আমার ?"
শুনি' কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনত মুখে
কহিলা জননী,— "যৌবনে দারিদ্র্য-দুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে ;
গোত্র তব নাহি জানি, তাত !"

পরদিন

তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত ! যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্র সিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়ে,
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে ! বিহঙ্গ-কাকলী-গান,
মধুপ-গুঞ্জন-গীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে, গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর,

শান্ত সাম-গীতি ! হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষি পদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশীষ করি' শুধাইলা তবে,—
"কি গোত্র তোমার, সৌম্য ! প্রিয় দরশন ?'
তুলি' শির কহিলা বালক,—"ভগবন্ !
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে,—কহিলেন তিনি,—'সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে ;
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে ;—
গোত্র তব নাহি জানি।"

শুনি' সে বারতা

ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি' অহঙ্কার !
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,'—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত !
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল-জাত !"

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর,
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেস্টা বেটাই চোর!"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি' "কেস্টা",—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশ্‌টা।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার বড় পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি বলে, "আর পারি নাকো!
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেস্টারে ল'য়ে থাকো!
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত!
গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তা'র ভার!
করিলে চেস্টা কেস্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তা'র টিকি ধরে',—
বলি তা'রে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর ক'রে দিনু তোরে!"

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শতশৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থিরনেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন ;
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতটে—বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
বসি' স্নিগ্ধ বট-মূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণা-ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবহেলে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা !
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা-দু'খানি !
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি !

ছুটি' নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভাদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল ;
হরিত ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে,
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল !

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
মদির মধুক বনে, ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকীলতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোক-কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর ;
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত-মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডিদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

নূরজাহান

আজ্‌কে তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখ্‌তে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা !   কই সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখ্‌ব তোমায় সুন্দরী !
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্‌-নূরী আলোয় ভর দিক আবার ;

কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো ;—
তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে

*

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে ,
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভর্‌ল না মন ? হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝল্‌সেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
বক্ত-সাগর সাংরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর। —
টাঁকশালে সে হুকুম দিন তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠ্‌ল তোমার, লেখা হ'ল তায় শ্লোকে,—
"সোণার হ'ল দাম শতগুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা !
গরীব বাপের গরবমণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব আস্‌তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টিকল না দু' দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবানী ! তুমি মেহের-উন্নিসা !
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা !
পথের প্রসূন ! তোমার রূপে দুনিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

* * * *

দিনে দিনে উঠ্‌লে ফুটে পরীস্থানের জরীন্‌ গুল্‌ !
মলিন করে রূপরাণীদের ফুট্‌ল তোমার রূপের ফুল।
রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা !
বাদশাজাদা দেখ্‌ল তোমায়—দেখ্‌ল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন-মরণ দুই যোঝে।

খস্‌ল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপরাণী গো রূপরাণী !
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী ;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

*　　*　　*　　*

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না ;
অন্যায়ের সে বৈরা চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায় !
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফগান ;
সেলিমের দুধ-মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মার্‌তে এসে পড়্‌ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগ্‌ছে জাহাঙ্গীরের লাজ !
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী, তোমার জয় !—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

*　　*　　*　　*

পাল্কী এল "আগ্রা চল"—শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদশা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে' ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন-গুজার ;
সাদা-সিধা সূতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখ্‌তে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুট্‌ল ফুল,
রূপে-গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

কথায় বলে মন না মতি,— সেলিমের মন ফির্‌ল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখ্‌ল তোমার মলিন বেশ ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল যে দুধ-ভায়ের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্ "এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্ ! তোমার খুসীর মতন সাজ।"
বাদশা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! সুন্দরী !
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দখল্।"

* * * *

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
বাদ্‌শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার।
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শা হ'লে, বাদ্‌শা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ সে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধ্ কবি আসফ জা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়্‌ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার ক'লে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে !
তুমি গো সাম্রাজ্য ললনা ক'রে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে কর্‌লে নারী বাদসাহী ;
নারীর প্রভাব, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চট্‌ল মনে, উঠ্‌ল জ্বলে ওমরাদল ;
বাদ্‌শাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত কর্‌লে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্‌তানা !
বাদ্‌শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দাতে
চল্‌লে তুমি সিংহী সম চল্‌লে স্বয়ং রণ দিতে ;

হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়্‌তে এলে মাত্‌লে তুমি কী রঙ্গে ;
শত্রু মেরে কর্‌লে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝ্‌লে তবু চতুর্গুণ ;
দুষমনেরা উঁচু ডাঙ্গায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাব্‌ছে কি যে কর্‌বে গো ;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র ঘায়
ফির্‌লে তুমি বাধ্য হ'য়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী.
মহব্বতের মুঠা শিথিল কর্‌লে ইরাণ-নন্দিনী ;
জিতে তবু হার্‌ল শত্রু, কর্‌লে তুমি কিস্তিমাৎ,
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা. তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
ফকীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হ'ল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজ্‌কে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভায়
ঝল্‌মলিছে শাহ-ডেরা রতন মণির আল্‌পনায়।

গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ এক্‌লাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সূতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
আজ্‌কে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
হে সুলতানা ! লিখেছ এ কী আফশোষে সুন্দরী !
লিখ্‌ছ তুমি "গরীব আমি" পড়্‌তে যে চোখ যায় ভরি।—
"গরীব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুল্‌বুলে।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান্‌ !
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠ্‌ছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজ্জ্বল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের সুন্দরী !

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস-হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে.
বিদায়-বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজ্‌কে প্রাতে
নূতন ক'রে দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে,
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে,
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্ত্তি দেখে।

স্নেহময়ীর রূপ ধরে' মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্ হ'তে ওই দিগন্তরে ;
ছেলে-মেয়ে ভিড় ক'রছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখ্‌ছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ওই যে পাখীর গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে,
'মাথাল্' মাথায়, কাস্তে-হাতে ওই যে চলে কালো চাষা,..
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালবাসা।

ওরা কভু ভোগ করে না অন্ন-জলের বিষম জ্বালা,
মায়ের বুকের পীযূষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা,

মাঠ-ভরা ধান, গাছ-ভরা ফল, যার খুশী সে যাচ্ছে খেয়ে,
মুক্ত মায়ের অন্নশালা, হয় না নিতে কিছুই চেয়ে !

ওরা সবাই সহজভাবে ঠাঁই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গণ্ডগোলে,
গরু-মহিষ যে ঠাঁই চরে, শালিক তাহার পাশেই চরে,
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে,— কখনও বা নৃত্য করে !

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় ধেনু অশথ-মূলে,
সেই গানেরি পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ্‌ল দুলে ;
সেই গানেরই পুলক লেগে ঝিলের জলের বাঁধন টুটে'
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে !

দুপুর বেলার রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হ'য়ে কৃষক ভায়া
বস্‌ল এসে গাছের তলায় ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ-ছায়া,
মাথার উপর ঘন নিবিড় কচি কচি ওই যে পাতা
ও যেন মার আপন-হাতে-তৈরী-করা মাঠের ছাতা !

ঘাম-ভেজা তার ক্লান্ত দেহে শীতল সমীর যেমনি চাওয়া,
পাঠিয়ে দিল অম্‌নি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া,
কালো দীঘির কাজল-জলে মিটাল তার তৃষ্ণা-জ্বালা,
কোন্ সে আদি কাল হ'তে মা রেখেছে এই জলের জালা !

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখ্‌লে চেয়ে,
রঙিন্ আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে ;

ওদেরি ও ঘরের জিনিষ, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে !

ওই যে লাউ এর 'জাংলা'-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষক-বালা আস্‌ছে ফিরে নদীর পথে কল্‌সী পুরে,
ওই কুঁড়ে ঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাইরে সে সুখ রাজার ঘরে !

কত গভীর তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ নাই বা জানুক সে কথা মোর মনই জানে !
মায়ের গোপন চিত্ত যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মত তাই ওরা আর ছোটে নাকো মোহের পিছু।

আজ্‌কে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই যে রূপে,
আপন মনে আপ্‌শোসেতে কাঁদ্‌ছি যে তাই চুপে চুপে।
বাষ্প-শকট—সে যেন কোন্ অসৎ ছেলের মূর্ত্তি ধরে,
ফুস্‌লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিষ্ দিয়ে আর স্ফূর্ত্তি করে !

তাই যেন মা দেখ্‌ছে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে
যেমন ক'রে দেখে মা তার ধ্বংস-পথের পথিক ছেলে !
প্রণাম করি তোমায় মা গো, ভক্তিভরে - নম্রশিরে,
ক্ষমা কর ;—আবার আমি তোমার বুকে আস্‌ব ফিরে।

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়
শুন এ কবির গান !
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান !
এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান !

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে !
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে ।
সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন
চির-দারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে ।
সুর-দুর্ল্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে !

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় !
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো !
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় !

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব !
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া ল'ব !
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব ।

সাধকের প্রার্থনা

(১)

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
মুকুতা-মাণিক-নিধি আমারে দিও না বিধি !
চাইনে এ জগতের রাজত্ব-সম্মান ;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে, প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনার প্রাণ !

(২)

আমি চাই শিশু-হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি নানা ভাণ,
প্রাণ খোলা মন খোলা, আপনি আপনা ভোলা,
তার স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান !
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ !

(৩)

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—ঊষার রবি, কোমল—ফুলের ছবি
মধুর—বসন্ত-বায়ু, পাপিয়ার গান ;
আনন্দে—শারদ ইন্দু, গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কাণেকাণ !
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ !

(৪)

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ নীচতার অনুরোধ,
তার ব্রত—সত্য-রক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
চাহে না নিজের ইষ্ট, অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান !
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ !

(৫)

আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,
ছিঁড়িয়াছে মোহ-পাশ, ছয় রিপু চির-দাস,
নর-নারী ভাই-বোন, নাহি অন্যজ্ঞান ;
চাহিতে মুখের পানে সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব-মাখা সে পূত বয়ান !
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ !

(৬)

আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ,
পরে সদা ভালবাসে, পরের সুখের আশে
চির আত্ম-বিসর্জ্জন চির আত্মদান !
ব্যথিতে পড়িলে মনে ধারা ব'য় দু'নয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান !

সে নয় স্বতন্ত্র কেহ, বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ !
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ !

(৭)

আমি চাই বিশ্বোদর উদার পরাণ,
অভেদ খৃষ্টান-হিন্দু, দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগৎভরা এক ভগবান্ ;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে, দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়েরি সন্তান !
মরমে মহত্ত্বপূর্ণ, হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্ ;
ন্যায়তরে প্রেয়ত্যাগী, প্রাতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী-গুণীর সম্মান ;
অনুতপ্ত-অশ্রুধার কখন সহে না তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান,
বিশ্বের উন্নতি-আশা, বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি' আত্মদান,
মরতে সে দেবোপম, উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান,

ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদ্‌গতি,
কামড় তাঁদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।
হায় অভাগ্য! বাংলাদেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে ক'রে কিন্‌বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ্' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাকে খুদ সাধিয়ে,
আস্‌বে শ্বশুর সোনাপাখী, সোনায় দেবে দাঁত বাঁধিয়ে।
চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে।

* * * *

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি?
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ, - কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জ্জন,—
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখ-ভোলা যাদের মন,
উচ্চে তাদের করবে বহন,—উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়।

* * *

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফির্‌ত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।
যৌবনও সে সত্য ছিল, — প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে।
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ীর মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন্‌ স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

বাংলাদেশের আশার জিনিষ! ওগো তরুণ-সম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজ্জল মুখের পানে চায়;
হাতে তোমার রাখীর সূতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎ জুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান;
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছ্‌তে হবে,
কন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তাঁর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ ?
তোমরা তরুণ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জ্জন।

পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট।
তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্ব জনে দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা পোষণ—পাপ।
সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাক্‌বে কি ?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখ্‌বে কি ?
স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
রাজপুতানার কিষণ-কুঁয়ার আজ্‌কে তাহার সঙ্গিনী ;
অম্বা তাহার চুম্বে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
যুদায়া-গ্রীস-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি।
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
ফুরিয়ে গেছে মর্ত্তজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার ;
নারীর মান্য কর্‌তে বজায় গেছে মরণ পায়ে দলি
দেশের দশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি।

* * * *

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময় !
মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুজয়ী নারী নরে,
জট্‌-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে।
হায় বালিকা ! তোমার কথা জাগ্‌বে দেশের অন্তরে,
তোমার স্মৃতি লজ্জা দেবে পরপীড়ক বর্ব্বরে।

দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেছ কল্যাণী !
টল্‌ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি।
দশের মুখে ধর্ম্ম আজি তাইত জেগে উঠ্‌ল রে !
টনক নড়ে' উঠ্‌ল জাতির, পাপের প্রভাব টুট্‌ল রে !
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা ! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহুক দেশের অকল্যাণ।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জার্ম্মাণীতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখ্‌ছে ওরা কজা-কল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;

তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্ম-কোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

সাগর-তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,— বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়.
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার !
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
কর্‌লে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি কর্‌লে বারম্বার।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূর্‌ল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তি ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
রিক্ত হাতে কর্‌বে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন-বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর।
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজ্‌ব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।
রাখ্‌ব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখ্‌ব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;

বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক্ নিরন্তর।
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !
বাংলাদেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।

নরনারায়ণ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়া'য়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে'
ভাগ করে' খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হ'তে যেথায় তা'দের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে
ধূলায় সে যায় ব'য়ে
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমায় বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাঁহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার!

তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তরে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান ॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে ॥
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান —
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে,
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান হইবে টানা,---
ওটা দিতে হবে।"---কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি,
সজল চক্ষে, "করুন রক্ষে গরীবের ভিটেখানি !

চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি' লাঠি গাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ্ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।"
শুনি' বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্, "মারিয়া করিব খুন!"
বাবু যত বলে, পারিষদ্ দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ্ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে', "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!
আমি শুনে হাসি, আঁখি-জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে!

অন্ধকার বৃন্দাবন

নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
চলে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ নীপ.
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছোঁয় না তৃণ গো-ধনগুলি ছুটিছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না শ্যাম রাধিকা লয়ে' শারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর,
সজল চল আয়ত আঁখি, পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি'
ঘুরিছে খুঁজি, লেহন করে মৃগ পদারবিন্দ কার?
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ময়ূর আর মেলিয়া পাখা, করে না আলো তমাল-শাখা,
কুসুমকলি ফোটে না, অলি পিয়ে না মকরন্দ তার !
যায় না চুরি নবনী ক্ষীর বলিয়া, ফেলে আঁখির নীর,
করে না দধিমন্থ গোপী নাচা'য়ে কটি, চন্দ্রহার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

সলিল-কেলি-ফেনিল জলে, যমুনা আর নাহিক চলে,
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি' করেছে খেয়া বন্ধ তার।
কলস-হার হারাণো ছলে, বধূরা মিছে যমুনা-জলে,
করে না ব্যাজ শুনিয়া আজ বাঁশীটী শ্যাম-চন্দ্রমার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

বাতাস-শ্বাসে বেতস-বন গুমরি' মরে, হতাশ মন,
কুঞ্জে নাহি ঝুলন-দোল, মধু মিলনানন্দ আর।
গোঠের ধূলি অঙ্গে মাখি,' রাখাল ফেরে উদাস আঁখি,
ঘুরিছে ভুলে কুসুম তুলে, নাহি সে দেব বন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

যশোদা আজি মলিনা দীনা, লুটায় ভূমে চেতনাহীনা,
রোদনে আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচক-বনে বাজে না বাঁশী, নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নর-নারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দ-হার !
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

হাসি ও অশ্রু

হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য ক'রে অর্দ্ধ জীবন করিছি তো অপচয়।
চলে' যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয় !
গলা ধরে কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায় !
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস
ইহাই আমার ব্রত হৌক, ইহাই আমার অভিলাষ।
নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার ;
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বান্ত—নিয়ে আয় সেই অশ্রু-লোক ;
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়োরোপ ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরঙ্গীবের মৃত্যুভয়,
পাণিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক্—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে' যাক্।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতটি ধরে' আমায় সেথায় নিয়ে চল্।

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান !
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আত্মরক্ষা দৃঢ়পণ ;
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থি দান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান,
সীতার সেই স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপ সিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস,—
সেই রাজ্যে নিয়ে যা'রে কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে,
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে ।
উঠুক্ বন্যা যেন তাহা স্বর্গ- রাজ্য ছাড়িয়ে যায় ।
শেষে প্রাণের উজানটানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়

প্রহরী

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে
বসিয়া নাসির উদ্দিন জ্ঞানের সাধক-সাজে ।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী ! কঠোর সে সাধনায়,
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদিমাঝে ব'য়ে যায় ।

আনন্দে উঠিছে ফুটি' পবিত্র উজ্জল হাসি ;—
কোরাণ নকল রত ; চারিদিকে গ্রন্থরাশি।
সহসা চাহিয়া মুখ কঙ্কণের ঝণৎকারে,
দেখেন পাঠান-রাজ বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল পারিজাত সম হাসি হাসি মুখখানি,—
কে যেন দিয়েছে তায় বিষাদ-কালিমা টানি'।
পড়িতেছে গণ্ড বহি' দর-বিগলিত ধারা
নতমুখে, মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
অতি সন্তর্পণে রাখি' ক্রোড় হ'তে বহিখানি
চলিলা সম্রাট্ ত্বরা, যথা ছিল মহারাণী ;
আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে
বলিলেন, "প্রিয়তমে কি হ'য়েছে বল মোরে।"
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুতধারে বয়,
ভাবাবেগে মহারাণী নিশ্চল নির্ব্বাক্ রয়।
বহুক্ষণ পরে শেষে বলিতে লাগিলা ধীরে,
'জাঁহাপনা ! শেষ বাঁদী ছিল যে আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়েছি তায়,
সেঁকিতে ছিলাম রুটী, দেখ হাত জ্বলে' যায়।
নষ্ট হ'য়ে গেছে রুটী কাঁদিতেছিলাম তাই ;
তোমার আহার তরে আর কিছু ঘরে নাই।
বিশাল এ ভারতের সম্রাট্ আমার স্বামী,
একটী বাঁদীও কিগো পেতে নাহি পারি আমি ?

পুড়েছে আমার হাত, তুমি রবে অনাহারে !
অগণিত ধন-রত্ন রাজ-কোষে কার তরে ?”
থামিলেন মহারাণী, সম্রাট্ বলিলা ধীরে,
“মহারাণি ! কাঁদিতেছ শুধু তুমি এরি তরে ?
হাত পুড়িয়াছে তব, মোর হাত আছে ঠিক—
এর জন্য এত কাঁদা ! ছি ছি মহারাণি ! ধিক্ !
তুমি যদি না'হি পার করিবারে গৃহ-কাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ !
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ-ক্লেশে বহু লোক মারা যায় ;—
তারি জন্য বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহ-কোণে
প্রজাদের শোক বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে ।
প্রিয়তমে ! এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে ?
ভাব দেখি তোমা' চেয়ে কত দুঃখী দেশ-মাঝে—
সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার !
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি' এক বেলা অনাহার ?
অগণিত ধন-রত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে ;
আমার ভাণ্ডার নয়, তার পানে চাওয়া মিছে ।
আমি তো প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার
সে ধনের কণামাত্র করিবারে ব্যবহার ।
প্রত্যহ কোরাণ লিখি' করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস-আচ্ছাদন ।

পরধনে লোভ করা; সেকি ভাল মহারাণি ?
তোমার সে ভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি।
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান,
মাথার উপরে থাকি' দেখিছেন ভগবান্ !'

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা ! ওরে মন,
নত কর শির ! দিবা হ'ল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্ব-মন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ-গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন
বিদ্রোহের উচ্চ-কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দস্বরে ! রাখ রাখ অভিযোগ তব. —
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ ! হের মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জল-স্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র ! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা সতী,—নয়নপল্লব

নত হ'য়ে ঢাকে তার নয়নযুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন ! বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা-পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে ! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি ! অন্তরের যত কথা
শান্ত হ'য়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক বিস্তার !
হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
ঘর-ফেরা শান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায় ! অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি'
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি'

সহস্র বীরের দেহ নগ্নপ্রায় উন্নতবিশাল,
স্বাধীন নির্ভীক যত প্রকৃতির আনন্দদুলাল ।
কহিলেন মহারাজ—"শোন বন্দী সহস্রসর্দ্দার,
নির্দ্দোষ প্রজার প্রতি নিরন্তর ক্রূর অত্যাচার,
আদেশ লঙ্ঘন মোর, অবহেলা নিয়ত আমায়,—
লুটাবে সবার শির এরি লাগি' মলিন ধূলায় ।"
যেমন সরসীবুকে অকস্মাৎ বায়ু-সন্তাড়নে
লহরীর ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়া মিশায় গোপনে,
তেমনি সে বন্দীদলে রাজদণ্ডে আসন্নমরণ
সহসা জাগাল যেন ক্ষণেকের ভীতি-শিহরণ ।
ত্রিপুরার প্রজাপুঞ্জ বর্ব্বরের দণ্ড-প্রতীক্ষায়,
চঞ্চলি' উঠিল ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত জলধির প্রায় ;
বাহিরিল জনস্রোত রাজবর্ত্মে কল্লোল-মুখর,
সহস্র বন্দীর রক্ত-পিপাসায় আকুল অন্তর ।
দারুণ এ রাজাদেশ, উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে
প্রবেশিল দাসী-মুখে ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরে ।
যেথায় ত্রিপুরা-লক্ষ্মী মহারাণী পূর্ণমহিমায়
পরিস্নাতা, শুদ্ধবাসা, অর্ঘ্যরাজি সাজায়ে থালায়
গৃহ-দেবতার লাগি' করিছেন পূজা-আয়োজন,
সেথায় প্রধানা দাসী করযোড়ে করে নিবেদন,—
"মহারাণি, একি বার্ত্তা আসিয়াছে রাজসভা হ'তে,
আনন্দিত নাগরিক একি কথা কহে পথে পথে !—

রাজার আদেশ এই, কাল প্রাতে সহস্র ফকীর
নগরীর বধ্যভূমে লুটাইবে দ্বিখণ্ডিত শির !"
শিহরি' কাঁপিল রাণী, খসি' পড়ে অর্দ্ধরচামালা,
বিশাল নয়ন দুটি বেদনার কালিমায় ঢালা
নীরবে উঠিল ভরি ; দেবতার আসন-তলায়
সহসা পড়িলা লুটি', অন্তরের মৌন আশঙ্কায়
কহিলা আকুল স্বরে—"ক্ষমা কর দেবতা আমার,
স্বামীর অন্যায় যত, অন্ধ রোষে বৃথা অত্যাচার।"
তিতিল আসন-বেদী ঝর ঝর নয়নের জলে,
নীরবে মুছিয়া আঁখি বিলুণ্ঠিত বসন-অঞ্চলে
ভাবিলা ক্ষণেক রাণী ; ধীরে ধীরে পলকবিহীন
উজলি' উঠিল আঁখি অন্তরের সঙ্কল্পে কঠিন।
তখন মধ্যাহ্নকাল, দিবসের রাজকার্য্য-শেষে
মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাণীর উদ্দেশে
মন্দির-সোপানে আসি' থমকিয়া হেরেন বিস্ময়ে,
ভূলুণ্ঠিতা রাজরাণী অর্চ্চনার নিভৃত নিলয়ে,
উদাস সজল আঁখি। পদশব্দে মেলিয়া নয়ন,
উঠিয়া বসিয়া রাণী, করে ধরি' রাজার চরণ
কহিলা কম্পিত স্বরে—"একি হায় শুনি মহারাজ !
নির্ম্মল গরিমা তব কলঙ্কিত করিবে কি আজ ?
সহস্র প্রজার হত্যা-অপরাধ বহিয়া মাথায়
কেমনে দাঁড়াবে আসি' দেবতার মন্দির-সীমায় ?"

কহিলেন মহারাজ—"মহারাণি, দেবতার কাছে
এ অন্যায়-অপরাধ, এর লাগি' ক্ষমা মোর আছে।
কেমনে বুঝিবে রাণী কি যাতনা বহিয়া পরাণে
ছুটিয়া এসেছি আজ দেবতার মন্দির-সোপানে
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, নিবেদিতে চরণে তাঁহার
কর্ত্তব্য-নিগড়-বাঁধা দুর্ভাগ্যের বেদনা-সম্ভার।
রাজার প্রভুত্ব কোথা ? সে যে হায় সবাকার দাস,
মুকুটে বহিছে শিরে নিখিলের আজ্ঞা অভিলাষ !
ধীরে ধীরে কহে রাণী—"মহারাজ ! যে প্রজার তরে
জাগাবে ক্রন্দন-রোল কুকী-রাজ্যে প্রতি ঘরে ঘরে,
তাহাদের পাশে হায় ! নাহি ঠাঁই অন্তরে তোমার
করুণা-ভিখারী ওই সহস্রেক নির্ভীক প্রজার ?
প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে ছলহীন শিশুর মতন
আদরে লালিত ওই মুক্তপ্রাণ বীর অগণন—
উহাদেরো আছে প্রাণ, আছে প্রীতি-স্নেহের নিলয়,
জননী ভগিনী জায়া প্রিয়তমা দুহিতা তনয়।
ত্রিপুরার রাণী আমি, এরা মোর কাঙ্গাল সন্তান,
কাঁদিয়া উঠিছে মোর ব্যথাতুর মায়ের পরাণ
অভাগা সন্তান তরে। হের প্রভু, ভিখারিণী প্রায়
ত্রিপুরার রাজরাণী লুটি তব চরণ-তলায়
কাতরে মাগিছে ভিক্ষা নিরাশ্রয় প্রজার জীবন,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, চাহ তুলি' করুণ নয়ন।"

"কঠিন কর্ত্তব্য রাণী, তার কাছে ব্যর্থ আঁখিজল,
দয়া, স্নেহ, ভালবাসা—তার কাছে সকলি বিফল ;
তবু—তবু আজি শুধু রাজবিধি করিব লঙ্ঘন,
তোমারি লাগিয়া শুধু মুক্ত হ'বে বন্দী কুকীগণ ;
কিন্তু রাণী কে রোধিবে অসভ্যের পুনঃ অত্যাচার ?
কে লইবে শিরে তুলি' বিপুল এ দায়িত্বের ভার ?"
"আমি লব", কহে রাণী, "জানি মোর সহস্র সন্তান
ভুলে যাবে ঘৃণা-দ্বেষ রাখিবারে মায়ের সম্মান।"
—"হায় নারী, নাহি জানো কি বিপদ্ করিছ বরণ !
রোধিতে নারিবে যবে অসভ্যের ক্রূর আচরণ,
রাণীর সে অপরাধ প্রজাকুল ক্ষমিবে না হায়,
তখন পাবে না খুঁজি' দয়া-মায়া রাজার হিয়ায় !"
ধীরে ধীরে তুলি' দুটি দীপ্তিময় প্রশান্ত নয়ন
কহে রাণী—"মহারাজ ! হাসিমুখে করিব বহন
যে দণ্ড-বিধান তব ; তুচ্ছ এই জীবনের তরে,
সন্তান শোণিত ঢালি' অন্যায়ের তৃষিত খর্পরে,
স্বামীর গৌরব-রবি অস্তমিত হেরিয়া নয়নে
কে চাহিবে অভিশপ্ত কলঙ্কিত প্রাসাদ জীবনে

নীরবিলা মহারাণী। মন্দিরের মর্ম্মর-সীমায়
গুঞ্জরি' গুঞ্জরি' ধ্বনি মূরছিল ক্ষীণ মূর্চ্ছনায়।
বিস্ময়ে হেরিলা রাজা, তপঃসিদ্ধা তাপসীর সম
ক্ষৌমবাসে আবরিত বরতনু স্নিগ্ধ অনুপম

ধূপগন্ধ-আমোদিত দেবতার মন্দিরের মাঝে
অতুল গরিমা-দীপ্ত করুণার প্রতিমূর্ত্তি রাজে !

নীরব নিবিড় নিশা. তামসীর গাঢ় ছায়াতলে
নিদ্রালসে অঙ্গ ঢালি' গৃহে গৃহে বনে জলে স্থলে
সুষুপ্ত নিখিল প্রাণী মাতৃঅঙ্কে শিশুর মতন,
মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে তরুবীথি রহস্য-মগন।
যামিনীর অর্দ্ধযামে জনহীন স্তব্ধ রাজপথে
চলিলেন মহারাণী বিশ্বাসিনী সহচরী সাথে —
যেথায় পাষাণ-দুর্গে সুবিশাল নগর-কারায়
বিরাট প্রাচীর ঘিরি' শত রক্ষী জাগে প্রহরায়।
সুরক্ষিত বন্দীশালা অবরুদ্ধ লৌহের দুয়ার,
তুচ্ছ করি' দণ্ডিতের দীর্ঘশ্বাস তীব্র হাহাকার।
থামিলেন মহারাণী অর্গলিত সিংহদ্বার-পাশে,
কারারক্ষী উঠে হাঁকি', সহচরী কাঁপিল তরাসে।

"ত্রিপুরার রাণী আমি, হের রক্ষী, রাজার লিখন:
খুলে দাও রুদ্ধদ্বার, মুক্ত হ'বে বন্দী কুকীগণ।"
—বিস্ময়ে হেরিল রক্ষী অতুলিত পূর্ণ মহিমায়
দাঁড়ায়ে ত্রিপুরা-লক্ষ্মী উজলিয়া গাঢ় তমসায় !
সভয়ে রহিল চাহি', থরথর কাঁপিছে চরণ,
বিনয়ে প্রণমি' পায় কারারক্ষী করে নিবেদন,—
"ক্ষমা কর মহারাণী কিঙ্করের সহস্র অন্যায়,
তব আজ্ঞা পালিবারে দিতে পারি পরাণ হেলায়.

কিন্তু দেবী শুনিয়াছি নিজ কর্ণে আদেশ রাজার,
প্রাণদণ্ড হ'বে কালি রাজদ্রোহী – সহস্র প্রজার।
"ত্রিপুরার রাণী আমি", কহে রাণী প্রদীপ্ত নয়নে,
"আমারি আদেশে তবে মুক্ত কর বন্দী কুকীগণে।"
থরহরি কাঁপে রক্ষী হেরি' মূর্ত্তি দীপ্ত অচঞ্চল,
নীরবে নোয়ায়ে শির ঝন্‌ঝন্ খুলিল অর্গল।
আদেশে দাঁড়াল আসি' বন্দীদল দুয়ারের পাশে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাণী কহিলেন সুকোমল ভাষে,—
"বন্দিগণ, হের চাহি' ত্রিপুরার রাজরাণী আজ—
বিসরি' রাণীর গর্ব্ব, আসিয়াছে ছাড়ি' ভয়-লাজ,
নহি শুধু রাণী আমি, আছে মোর মায়ের পরাণ,
চেয়ে দেখ্ জননীরে ওরে মোর অভাগা সন্তান!
মায়ের স্নেহের কাছে রাজবিধি হ'ল পরাজয়,
অন্যায় লভেছে ক্ষমা, ওরে আর নাহি কোনো ভয়!"
—নির্ব্বাক্ সহস্র কণ্ঠ, অপলক সবার নয়ন,
ভাবিছে সহস্র বন্দী, বুঝি সবে দেখিছে স্বপন।
ধীরে ধীরে সহচরী শির হ'তে রাখে ভূমিতলে
সহস্রেক হেমপাত্র সুসজ্জিত স্বর্ণময় থালে।
স্পন্দহীন বন্দীদল নেহারিছে সম্ভ্রমে বিপুল
উজ্জ্বল আলোক-তলে ঝলমল মূরতি অতুল,
বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃকণা আভাময় ঘিরি' চারিপাশ,
সমাহিতা মহারাণী নিমীলিত নয়ান-পলাশ।

নিমেষে ভাঙ্গিল ধ্যান, বিকশিল পদ্ম-আঁখি দুটি,
সহসা কোমল করে আপনার বক্ষোবাস টুটি
দাঁড়াইল রাজরাণী মাতৃত্বের পূর্ণ গরিমায়,
অতুল স্নেহের স্বর্গ ঝলকিয়া উঠিল লীলায় ;
দুটি সুধা উৎস হ'তে প্রতি পাত্রে বিন্দু বিন্দু দিয়া
বন্দিগণ কাছে আসি' হাতে হাতে দিলেন তুলিয়া ;
কহিলেন স্নেহভরে—"তোরা সবে সন্তান আমার,
লয়ে যা' আলয়ে সবে জননীর স্তন্য-উপহার ;
আজি হ'তে মাতৃপদে অভিষেক করিলি আমায়,
কুকীদেরো মাতৃভূমি আজি হ'তে হ'ল ত্রিপুরায়।"

—সহস্র বীরের নেত্রে ঝরঝর বহিল প্লাবন,
'মা মা বলি' বন্দীদল ভূমে লুটি' করিল বন্দন।
উঠিল সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি বিদারি' অম্বর,—
জাগিল নগরবাসী গৃহকোণে কম্পিত অন্তর ;
আবেগে-আকুল-বক্ষ শিরে ধরি' মাতৃ-উপহার
মুছিল সহস্র বীর গণ্ডবাহী নয়নের ধার ;
জাগে ধ্বনি শতবার মুখরিত রাজপুরীময়—
'জয় জয় মহারাণী, জয় জয় জননীর জয় !' *

* এই আখ্যায়িকা ত্রিপুরা-রাজ্যে নানারূপে প্রচলিত আছে। ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি কিরূপ জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি, কুকীদের বাহারও কাহারও গৃহে আজিও রাণী-প্রদত্ত স্বর্ণপাত্র গৃহদেবতার মত রক্ষিত আছে। বর্ত্তমানে কুকীরা ত্রিপুরা-রাজ্যে শান্তিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত প্রজা।

আমরা

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে, —
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।
স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।
মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'!
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে॥

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটী।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

সত্যেন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

সদ্যঃ-স্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট ; সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত-মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত ;

উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জ-কানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
—জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

নবীন বঙ্গ

রচিল ধর্ম্ম-ত্রিবেণীতীর্থ তব ভগবান্ পরমহংস,
শ্রুতির বার্ত্তা শুনাইল পুন তব রায়, সেন, ঠাকুরবংশ।
বাড়বোজ্জ্বল করুণা-সাগর ভরিল অঙ্ক রত্ন-পুঞ্জে,
বঙ্কিম নব শুভসংসার রচিল তোমার মাধবী কুঞ্জে।
লুটি মাগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ॥

দত্ত মিত্র গুপ্ত বসুর অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি,
গিরিশ নবীন হেম মধু করে সুধাদানে জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি;

মতি সুরেন্দ্র মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করে অযুত শিষ্যে ;
ব্রতী ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা-বর্ত্তিকালোক বিতরে বিশ্বে ।
লুটি মাগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥

জ্ঞানী দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ তারক মহসীন মণি বলির ধর্ম্মে হ'য়েছে নিঃস্ব ।
রাজনীতি-রণক্ষেত্রে ধ্বনিল রথী শ্রীকৃষ্ণদাসের শঙ্খ,
শোভে আশুতোষ, মৈত্র, ত্রিবেদী, অলিসম তব কমল-অঙ্ক ।
লুটি মাগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥

ঋষি মহেন্দ্র গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন-হোমানলে করে হবির বৃষ্টি ;
বহে গুরুদাস অগুরু-পাত্র, অবনীর করে প্রাচীন ছত্র ।
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয়-পত্র ।
লুটি মাগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥

সত্ত্বরজের মিলন-মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুর কূলে গায়িল সাম্য-সামের ছন্দ,
শরচ্চন্দ্র-মরীচিমালায় কল্প-সুষমা তোমার অঙ্গে,
তব বন্দনা কূজে আনন্দে কাব্য-কুঞ্জে কোটি বিহঙ্গে ।

লুটি মাগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥
ধেয়ান-স্তব্ধ যোগনিরুদ্ধ মুদিত তোমার হৃদরবিন্দ,
কোটি ভক্তের দুর্জ্জয় তপে তোমার আননে দ্যুতি অনিন্দ্য ।
পুত্র তোমার আর্ত্তের তরে বরিছে শীর্ষে অশনি-বর্ষ,
দেশের কর্ম্মে, সেবার ধর্ম্মে, যা'দের আত্মত্যাগের হর্ষ ।
লুটি মগো তব চরণ-ধূলায়, তুমি যে আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ॥

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে ।
সর্ব্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তা'রাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তা'রা ।
তার পর তুমি যুগে যুগে এলে মূরতি ধরি'—
অমৃত পিয়া'লে মৃত্যু-সাগর মথিত করি' !
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে !
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে !
পাপ-পশ্চিমে ভগবদ্-কৃপা দানিল ঈশা !
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখা'ল দিশা !
সেই এক বাণী-মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তুমি !
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ ! তোমার চরণ চুমি ।

হে প্রাণ-সাগর! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন বিরোধ রোধি'!
হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে!
ধনন্তরি! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ!
জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়া'য়ে সবি—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবি!
পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্ম-টীকা,
জীবন তোমার হোম-হুতাশন ঊর্দ্ধশিখা!
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি!
যজ্ঞজীবন দৈবত! তব চরণ চুমি!

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার!
তুমি নমস্য, সবারে করিছ নমস্কার!
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়ন-কূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে!
অৰ্দ্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়া'লে আসি'!
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত?
হে মহাজাতক! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত?

কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে !—
ছোট-'আমি'গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে !
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি !
হে বোধিসত্ত্ব ! বুদ্ধ ! তোমার চরণ চুমি !

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন,
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরম-ক্ষণ !
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্ত্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্ত্তন হয় দেউলে মঠে।
পরে যেই দিন তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে' গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্ত্তি গড়ে—
জগত-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটীর ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্ত্তি ধরিয়া এস গো তুমি !
মানব পুত্র ! মৈত্রেয় ! তব চরণ চুমি।

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত !
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত !
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া মানব-রাজ !
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ !
মহাব্যাধি-ভার কর গো হরণ পরশি কর
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর !

আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে !'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক' মৃতক-নাথ !
প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ !
সূতিকালয়ের শোভা ধরে যত শ্মশানভূমি—
মহাদেব নয়, মহামানবের চরণ চুমি' !

সুখ

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্য ভাতি ;
কি স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকসিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি !
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক !
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়া ঃ—
কুসুম দুর্ব্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া !
অপ্সরার বক্ষ ভ'রে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ ;
নির্ম্মমের মত হেথা ছদ্ম বেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ !
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গ-পুরে সুরেন্দ্র-বন্দিত !

বঙ্গভাষা

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি,' পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,'
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান ।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি' অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা ;
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান ।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ওদু'টি অমল-কমল-চরণে স্থান ।

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি ।

চাহিনাক কিছু,তুমি মা আমার—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ!
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল-কমল চরণে স্থান!

সাগর-সঙ্গীত

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিময় সমুদায়;
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা! হে সাগর! হে অপার!
বাক্যহীন আজ তুমি, শুদ্ধ শান্তি-পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম্ম-মাঝে আপনারে
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ,
মগ্ন হ'য়ে গেছে তার সকল বিষাদ-গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ-তলে,
নিবিড় নিঃশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখিকর
আমার বক্ষের 'পরে যোগাসনে যোগিবর।
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তাঁর
যুক্তকরে ব'সে আছি কর মোরে একাকার।

আবাহন

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,—
শক-হুণ দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥
রণধারা বাহি, জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।

তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুখের রক্ত-শিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন কর মোর মন,
শোনরে একের ডাক।
যত লাজ ভয় কর কর জয়
অপমান দূরে যাক্।

দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এস' এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥

অভাগার অদৃষ্ট

সুখের লাগিয়া　　　　এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে　　　　সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
হায়! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া　　　　ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ পেখি।
উচল বলিয়া　　　　অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে　　　　দারিদ্র্য বেঢ়ল'
মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসানু　　　　সাগর বাঁধিনু
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল,　　　　মাণিক লুকাল,
অভাগা-কপাল-দোষে।

টীকা :—অমিয়—অমৃত। সিনান—স্নান। ভেল—হইল। পেখি—দেখি। উচল—উচ্চ। লছমী—লক্ষ্মী, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য। বেঢ়ল—ঘেরিল, হেলে—অবহেলায়।

আত্মনিবেদন

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুঁহু জগ-তারণ, দীন দয়াময়,
অতএব তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগরী লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি
অবতারণ ভার তোহারা ॥

টীকা :—তাতল—উত্তপ্ত। সৈকতে—বালুকাপূর্ণ ভূমিতে। মিত—মিত্র। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া। পরিণাম-নিরাশা—পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশ (আশাহীন)। তুঁহু জগ-তারণ ইত্যাদি—তুমি জগতের ত্রাণকর্তা এবং দীন দয়াময়, অন্তরে কেবলমাত্র তোমাকেই নির্ভর করিয়া আছি—অর্থাৎ অন্তিম কালে কেবল তোমার চরণই ভরসা। নিন্দে গোঙায়নু—নিদ্রায় কাটাইলাম। চতুরানন—ব্রহ্মা। ন তুয়া আদি অবসানা—তোমার আদি ও অন্ত নাই। তোহে জনমি ইত্যাদি—সমুদ্রতরঙ্গবৎ তোমাতেই উৎপত্তি এবং তোমাতে লয় হয়। আদি অনাদিক—তুমি অনাদিরও আদি।